

ইসলামের অপর পৃষ্ঠা ও হজরত মুয়াবিয়া (রাঃ)

(৩)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

সত্তর হাজার মানুষের রক্তে আজ স্যাত স্যাতে পিচ্ছিল সিফফিনের বিশাল সবুজ মাঠ। হজরত আলীর ২৫ হাজার আর হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষের ৪৫ হাজার মানুষের গলাকাটা লাশ পড়ে রইলো সিফফিন-প্রান্তরে। সন্ধি-পত্রে সাক্ষর দেখতে মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, কুফা, বাসারা, মিশর সহ রাজ্যের সকল প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হলো। কোন এক গোপন রহস্যে হজরত মুয়াবিয়া, সন্ধি-পত্র লেখার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে আলীর পক্ষকে অনুরোধ করলেন। তারা সন্ধি-পত্র তৈরী করতে থাকুন, ইত্যবসরে আসুন দেখা যাক, যুদ্ধের মাঠে ও যুদ্ধের নিকটবর্তী সময়ে, কে কোথায় কি বলেছিলেন।

হজরত আশ্মার (রাঃ) তাঁর অধীনস্থ আলীর একদল সৈন্যকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভাষন দিচ্ছিলেন- ‘ বন্ধুগণ, তোমরা কি শুনো নাই, নবীজী জীবিতকালে বহুবার বলেছেন, যে লোক আমার আলীকে দুঃখ দেবে, মনে করো সে আমাকেই দুঃখ দিল, যে লোক আমার আলীর বিরুদ্ধাচারণ করবে, মনে করো সে আমারই বিরুদ্ধাচারণ করলো।

তোমরা কি জানোনা এই মুয়াবিয়া একজন বিধমী, ইসলামের শত্রু, সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রেমে ইসলাম গ্রহণ করে নাই? তার রাজ-প্রাসাদে অমুসলিম নারীদের আনাগোনা, বিধমীদের সাথে তার মেলামেশা। আমরা জেহাদ করছি নবীজীর শত্রুদের বিরুদ্ধে, বিধমী শাসকের হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাতে’।

হজরত আশ্মারের (রাঃ) কথা সম্পূর্ণই সত্য। মুয়াবিয়া এবং তাঁর পিতা আবু-সুফিয়ান সেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ঘটনাটি ছিল এরকম- মক্কা বিজয়ের পরপরই নবী মোহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশ নেতা আবু-সুফিয়ানকে তাঁর একটি খাস কামরায় তলব করলেন। বুদ্ধিমান আবু-সুফিয়ান ঘরে ঢুকেই ঘরের পরিবেশ দেখে অনুমান করতে পারলেন, কি জন্যে তাঁকে ডাকা হয়েছে। মোহাম্মদের (দঃ) ডানে বামে দু’জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। হজরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) তাদের একজন। ইবনে-আব্বাসের চাঁদরের নীচে তলোয়ার লুকানো। কোরায়েশ নেতার বুঝতে বাকি রইলোনা মোহাম্মদ (দঃ) তাকে কি প্রশ্ন করবেন। মাথা দেবে, না মোহাম্মদের অধীনতা মেনে নেবে? আবু-সুফিয়ান অধীনতা মেনে নিলেন। ঘরে গিয়ে পুত্র মুয়াবিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। মুয়াবিয়া বললেন- ‘একি বলছেন আপনি? এই সেদিন বদরের যুদ্ধে আপনার চোখের সামনে মোহাম্মদ আমার দুটি ভাইকে খুন করেছেন। আপনি নিজের হাতে আপনার ছেলেগণকে দাফন করেছেন। পুত্র-শোকে মা আমার পাগল-বেশে মক্কার অলিতে গলিতে গড়াগড়ি করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করবোনা, আমি এর প্রতিশোধ নেবো’। আবু-সুফিয়ান বললেন- ‘শত্রুকে শক্তিবলে পরাজিত করতে না পারলে, তার দলে যোগদান করা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিশোধ নেয়ার সময় একদিন আসতেও পারে’।

হজরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মুয়াবিয়ার সৈন্যদলের এক সেক্টর-কমান্ডার ছিলেন। উবায়দুল্লাহ, সাহাবী হজরত ওমরের (রাঃ) সেই সন্ত্রাসী পুত্র, উসমানের শাসনামলে, তিনটি নিরপরাধ মানুষের খুনের আসামী, যাকে জনতার আদালতে হজরত আলী মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, আর উসমান তাকে বেকসুর মুক্তি দিয়েছিলেন। আজ সিন্ধুফিনের ময়দানে সাহাবী হজরত ওমরের (রাঃ) পুত্র উবায়দুল্লাহ ও সাহাবী হজরত আবুবকরের (রাঃ) পুত্র আব্দুল্লাহ একে অপরকে বধ করতে অস্ত্র-হাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হজরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তার সৈন্যদেরকে বলেন- ‘আমিরুল মোমেনিন হজরত মুয়াবিয়ার সমর্থক সিপাহী সাখীরা, আমার চক্ষের সামনে হজরত উসমানের খুনীকে (আব্দুল্লাহ ইবনে আবুবকরকে ইঙ্গিত করে) স্পর্শই দেখতে পাচ্ছি। যেসকল খুনীদের বিচার আলী করতে পারেননি, আজ এই মাঠে তাদেরকে হত্যা করে আমরা খলিফা হত্যার প্রতিশোধ নেবো, আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবো’।

উবায়দুল্লাহর সেই সাধ পূরণ হয়নি। কিছুক্ষণ পরেই আলীর সৈন্যের তীরের আঘাতে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। উবায়দুল্লাহর মরদেহ কেউ না তুলেই পলায়নের পথ খোঁজছিল। উবায়দুল্লাহ যা বলছিলেন, তা আংশিক সত্য। আব্দুল্লাহ ইবনে আবুবকর, উসমান হত্যায় জড়িত ছিলেন, কিন্তু আলীর ৯০ হাজার সৈন্যদলের সবাই উসমান হত্যার পক্ষে ছিলেননা। সত্যকথা হলো, মুয়াবিয়ার দলেও উসমান হত্যায় জড়িত অনেক লোক ছিলেন। মুয়াবিয়া অতি কৌশলে কিছু লোককে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে, যাকে যেভাবে পারেন লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং হজরত আলী (রাঃ) উসমান-হত্যার বিচার করলেও সিন্ধুফিন যুদ্ধ এড়াতে পারতেন না, ঠিক যেভাবে WMD না থাকায়ও ইরাক বুশের আক্রমণ এড়াতে পারেনি।

মোহরম মাসে যুদ্ধ বিরতির সময়ে মুয়াবিয়ার এক যোদ্ধাকে হজরত হাশিম ইবনে উৎবা (রাঃ) বলেন- ‘তোমাদের হয়েছেটা কি? তোমরা কেন বুঝনা উসমানকে কেন আমরা হত্যা করেছি। উসমান নিজের পছন্দের লোক দিয়ে কোরআন লিখিয়েছেন। নবী-পরিবার ও কোরআনের অবমাননা করেছেন, আশুন দিয়ে কোরআন পুড়িয়েছেন। যারা জালিম খলিফা উসমানকে হত্যা করে নবীর শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারাতো নবীর বিশৃঙ্খল লোক। তোমরা কি নবী-পরিবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে?’

হজরত আলী একে একে বেশ কয়েকজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের চারিত্রিক পরিচয় দিলেন। তন্মধ্যে হজরত মুয়াবিয়া, হজরত আমর ইবনে আ’স, হজরত আবি মুয়্যাত, হজরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর, হজরত ইবনে-আবি সারাহ্, হজরত হাবিব মাসলামাহ্ অন্যতম। আলী বলেন- ‘মুয়াবিয়া বিধর্মী, উবায়দুল্লাহ সর্বজন নিন্দিত সন্ত্রাসী খুনী, আমর ইবনে আ’স লুটেরা, ডাকু সৈরাচারী, ইবনে-আবি সারাহ্ নিজে কোরআন লিখে এখনো কোরআন আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করেনা, আবি মুয়্যাত ও হাবিব মাসলামাহ্ দেশ-দ্রোহী, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাস-ঘাতক। তোমরা সবাই এদেরকে না চিনলেও আমি ছোটবেলা থেকে এদেরকে চিনি, জানি। তোমরা বিশ্বাস করো, এ জেহাদ মিথ্যের বিরুদ্ধে সত্যের জিহাদ, এ জেহাদ অন্যায়ে বিরুদ্ধে ন্যায়ে জেহাদ’।

শেষ পর্যন্ত ৭০ হাজার মানুষের প্রাণ নাশের পর যুদ্ধ থামলো। এবার সন্ধি-পত্র লিখা হবে। মক্কা, মদীনা, কুফা, সিরিয়ার বড়-বড় প্রবীন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত।

লেখক লিখলেন- ‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, এই মর্মে আমীরুল মোমেনীন হজরত আলী (রাঃ) ইবনে আবি তালিব ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান-----’

থামুন ! বঙ্গ-কন্ঠে আমার বিন্ আ’স লেখককে থামিয়ে দেন। কি ব্যাপার? লেখক জিজ্ঞেস করেণ। আমার বলেন- ‘আমীরুল মোমেনীন হজরত আলী (রাঃ)’ লাইনটি কেটে ফেলা হউক। আলী তোমাদের আমীরুল মোমেনীন হতে পারেণ আমাদের নন’। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলীর বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। যেন একটা বিষ-মাখানো তীর তাঁর বুক ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আলী বুঝলেন, মুয়াবিয়া বহুদিনের পুরনো একটি ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটালো। সেদিন মুহাম্মদ (দঃ) ও আবু-সুফিয়ানের মধ্যকার ঐতিহাসিক ‘হুদাইবিয়া-সন্ধি’ কালে একই ঘটনা ঘটেছিল। ঐ দিন কলম ছিল আলীর হাতে। আলী লিখছিলেন- ‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, এই মর্মে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ও আবু সুফিয়ান ইবনে -----’

থামুন ! আবু সুফিয়ান ধমক দিয়ে বলেছিলেন- ‘আল্লাহর রাসুল কথাটি বাদ দিয়ে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ লিখা হউক, মুহাম্মদ তোমাদের রাসুল হতে পারেণ, আমাদের নয়’।

হজরত আল্ আহনাফ (রাঃ) বল্লেন- ‘দোহাই আপনাদের, হজরত আলীর নাম থেকে ‘আমীরুল মোমেনীন’ উপাধিটি মুছে ফেলবেননা, নবী-বংশকে জগত থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে ফেলার এ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র। নবীজীর কথা মনে পড়ায় আলীর চোখের জলের বাধ ভেঙে যায়। ফোটা দু’এক অশ্রু গাল বেয়ে তার দাড়ি ভিজিয়ে দিল। জীবনে নবীজী দু’জন মানুষকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, একজন আলী, আর একজন হজরত ফাতেমা (রাঃ)। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে, ‘হুদাইবিয়া-সন্ধি’ কালে নবীজী যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই আলী বল্লেন- ‘ঠিক আছে ‘আমীরুল মোমেনীন’ কথাটি মিটিয়ে দেয়া হউক’। উভয়পক্ষের প্রতিনিধি-প্রধানগণ পরামর্শ দিলেন, যতদিন পর্যন্ত কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত না করেছেন, ততদিন পর্যন্ত আলীর লোকজন আলীকে, ও মুয়াবিয়ার লোকজন মুয়াবিয়াকে তাদের খলিফা হিসেবে মেনে চলবে। কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারবেনা। কমিটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার সময় নিলেন কমপক্ষে ছয়মাস। এবার নিজনিজ লাশ গ্রহণের পালা। মানুষের রক্তে পিচ্ছিল মাঠ, হাটতে গিয়ে অনেকেই বারবার হেঁচট খেলো। উভয়পক্ষের সত্তর হাজার মানুষ আর গৃহে ফিরে এলোনা। সামীহারা বিধবাদের আর্ত-চিৎকার, পিতৃহারা শিশুদের ক্রন্দন-রোল শুনা গেল আরব দেশের ঘরে-ঘরে বহুদিন বহুরাত।

কয়েকমাস পর আজ তত্রাবধায়ক কমিটি কোরআন নিয়ে বসেছেন কোরানিক ফয়সালা দিতে। হায়রে জগতের অভাগা মুসলমান ! আজ অবধি তারা বুঝতে সক্ষম হলোনা, রমজান মাসের যে দিন থেকে কোরআন নামক বইখানি আরবের বুকে নেমে আসলো, সেদিন থেকে শান্তি নামের সুখ-পাখিটি ঐ বই এর নাম শুনলে লক্ষ-যোজন দূরে পালিয়ে যায়। মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি-প্রধান সিংহ-রূপী আমার ইবনে আ’স এর সামনে, আলীর প্রতিনিধি-প্রধান আবু মুসা মুসিক-ছানার সমান। প্রবীন নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস (রাঃ) আবু মুসাকে ধূর্ত আমার সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। তিনি বল্লেন- ‘সাবধান আবু মুসা, এই ধূর্ত মানুষটা মিশরের গভর্নর থাকাকালীন সময়ে খলিফা উসমানও তাঁকে ভয় পেতেন। খলিফার নিযুক্ত মিশরের গভর্নর ইবনে-সা’দকে বাধ্য করেছিল তার সাথে ক্ষমতা ভাগা-ভাগি করতে’।

আমর ইবনে আ'স হজরত আবু-মুসাকে এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করলেন। মুয়াবিয়ার ট্রেইনিং প্রাপ্ত আমর, আবু-মুসাকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখালেন। শাহী ভোজন ও আপ্যায়ন-পর্ব সমাপন করে আমর ইবনে আ'স আবু-মুসাকে জিজ্ঞেস করেন- ‘আপনার কি মনে হয় আলী কোনদিন উসমান হত্যার বিচার করবেন?’ আবু-মুসা উত্তর দেন- ‘উসমান হত্যা-পূর্ব সময় থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, আমি মনে করি এ সব কিছুর জন্যে হজরত আলী ও মুয়াবিয়া সমভাবে দায়ী’। এ উত্তরটাই হজরত আমর ইবনে আ'স কামনা করেছিলেন। তারিখ ঘোষণা করে সমাবেশ ডাকা হলো বিচারকদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে। সমাবেশে আমর ইবনে আ'স খুব নম্র ভাষায় বিনয় সহকারে অনুরোধ করলেন, আবু-মুসা যেন প্রথম বক্তব্য প্রদান করেন। আবু-মুসা ঘেষনা দেন- ‘আমরা ততাবধায়ক কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আজ থেকে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়ের খেলাফত অবৈধ ঘোষণা করা হলো। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ নতুন খলিফা নির্বাচিত করবেন’। তারপরই আমর ইবনে আ'স তার বক্তব্যে ঘোষণা দেন- ‘আবু-মুসার সাথে আমিও একমত। রাজনীতিতে আলী সম্পূর্ণই নতুন। খলিফা হওয়ার যোগ্যতা তাঁর এখনও হয়নি। কিন্তু এই মুহুর্তে রাজ্যের আইন প্রশাসন বলতে কিছুই নেই। জাতি আজ এক অশুভ রাহুগ্রস্ত। এই সঙ্কটময় দিনে আমীরুল মোমেনীন হজরত মুয়াবিয়ার মত একজন বিচক্ষণ, দক্ষ রাজনীতিবিদ আমাদের প্রয়োজন’।

বিনা মেখে বজ্রপাত হলো আবু-মুসার মাথায়। গালি দিয়ে উঠলেন অশ্লীল ভাষায়। শুরু হলো কোরআনের ‘কালাম-যুদ্ধ’। দুনিয়ার যত অশ্লীল গালি আছে তারা ছুঁড়তে থাকলেন একে অপরের প্রতি। আলীর প্রতিনিধি-দল চিৎকার করে তেলাওত করলেন কোরআনের ৭ নং সূরা আল-আরাফের ১৭৫নং আয়াতটি-

‘আর তাদেরকে পাঠ করে শুনাও ওর বৃত্তান্ত, যাকে আমি আমার নির্দেশাবলী পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে ওসব থেকে দূরে সরে যায়, আর শয়তান তার পিছু নিল, কাজেই সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়’।

আলীর সমর্থকগণ মিছিল বের করে শ্লোগান দিতে থাকে ‘মুয়াবিয়া শয়তান-মুয়াবিয়া শয়তান’। অপর পক্ষে মুয়াবিয়ার লোকগণ নিয়ে এলো ৬২ নং আল্ জুমু-আহ্ সূরার ৫ ও ৬নং আয়াত দুটো-

‘যাদের তাওরাতের ভার দেয়া হয়েছিল তারপর তারা তা অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গাধার মত, যে শুধু গরুরাজীর বোঝাই বইছে। কত নিকৃষ্ট সে জাতীর দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রত্যাখান করে। আর আল্লাহ অন্যাযকারীকে সৎপথে চালান না’।

‘বলো, ওহে, যারা ইহুদী-মত পোষন করে, যদি তোমরা মনে করো যে, লোকজনকে বাদ দিয়ে তোমরাই আল্লাহর বন্ধু-বান্ধব, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।

কোরআন থেকে ‘কালাম-যুদ্ধ’ করতে করতে তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারলেননা। সম্মেলন ভঙ্গ হয়ে যায়। শান্তি প্রদানে ব্যর্থ কোরআন বুক নিয়ে তারা বাড়ি ফিরলেন। হজরত আলী কুফায় বসে সম্মেলনের এ সংবাদ শুনে খুবই আহত হলেন। আকাশপানে দু’হাত তুলে লম্বা একটি দোয়া করলেন- ‘হে দয়াময়, মহা-শক্তিমান প্রভু, তোমার সর্ব নিকৃষ্ট গজব অর্পিত করো তাদের ওপর,

বিশেষ করে মুয়াবিয়া, আমর ইবনে আ'স, আবুল-আওয়াল আল সুলাইমি, আবু সারাহ্, হাবিব ইবনে মাসলামাহ্, আব্দুর রহমান বিন খালিদ, জাহাক বিন কায়েস, আর আলিদ বিন উকবার ওপর'।

আলীর এই দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছিল কি না জানা যায়নি, তবে মুয়াবিয়ার কানে যথা-সময়েই পৌঁছিল। মুয়াবিয়া জুমআর নামাজের জন্যে খুৎবায় নতুন কিছু আয়াত সংযোজন করতে তার সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিলেন। মুয়াবিয়া সেদিন থেকে আইন করে, প্রতি শুক্রবার খুৎবায়, নবী পরিবার অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত হামজাহ্, হজরত আলী, হজরত ফাতেমা, হজরত হাসান ও হোসেনকে অভিশাপ দেয়া বাধাতামূলক করে দেন। হুজর ইবনে আ'দি নামে একজন মুসলমান মুয়াবিয়ার এ আদেশ অমান্য করায় মুয়াবিয়া তাঁকে মৃত্যু-দণ্ড দেন। ঘটনাটা হজরত মৌলানা আবুল আ'লা মউদুদী (রঃ) তাঁর 'খেলাফত ও মুলকিয়াত' কিতাবের ৪র্থ অধ্যায়ে এভাবে বর্ণনা করেন-

'হুজর ইবনে আ'দি নবীজীর প্রিয়ভাজন একজন ধর্ম-ভীরু মুসলমান ছিলেন। হজরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে যখন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হজরত আলীকে ভর্ৎসনা ও অভিশাপ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়, মৃত্যু-ভয়ে অনেকেই প্রতিবাদ করার সাহস পেলোনা। কুফা নগরীতে হজরত হুজর ইবনে আ'দি (রাঃ) মুয়াবিয়াকে প্রত্যাখান করতঃ আলীর (রাঃ) প্রশংসা করতে লাগলেন। হজরত মুগীরা (রাঃ) কুফার গভর্নর থাকালীন সময়ে ইবনে আ'দির কোন অসুবিধা হয়নি কারণ তখনও কুফায় খুৎবায় অভিশাপ দেয়ার প্রচলন শুরু হয়নি। কিন্তু বাসারার গভর্নর হজরত যিয়াদের (রাঃ) আমলে কুফাকে যখন বাসারার অন্তর্ভুক্ত করা হয় যিয়াদ (রাঃ) জুমআর খুৎবায় হজরত আলীকে অভিশাপ দেয়া শুরু করে দেন। হুজর ইবনে আ'দি (রাঃ) এর প্রতিবাদ করলেন। একদিন ইবনে আ'দি (রাঃ) যিয়াদকে (রাঃ) জুমআর নামাজে দেরী করে না আসার জন্য সতর্ক করেন। যিয়াদ (রাঃ) ইবনে আ'দি ও তাঁর ১২জন সঙ্গী-সাথীর ওপর মিথ্যা দেশদ্রোহীতা ও খলিফা মুয়াবিয়াকে অভিশাপ দেয়ার অভিযোগ এনে তাদেরকে গ্রেফতার করে মুয়াবিয়ার নিকট সিরিয়া পাঠিয়ে দেন। মুয়াবিয়া অভিযুক্ত ৮জনকে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দেন। তাদের একজন সাথী, হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে হত্যা করা হয়। (সংক্ষেপিত)

সম্মেলনের সংবাদ শুনে কুফার জনগণ কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে যায়। হজরত আলী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি-স্থাপনের অজুহাতে 'খোরাইজ' গোত্র সরাসরি আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল। মধ্য-পথে বিজয়-স্কন্ধে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়ায় আরেকদল অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। অনেকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে লাগলো-মুয়াবিয়া একজন সু-দক্ষ, শক্তিশালী শাসক। দিন যত যায়, মুয়াবিয়ার দল বড় ও শক্তিশালী হতে থাকলো আর আলীর খেলাফতের প্রাচীর ভেঙে একটি একটি করে ইট খসে পড়তে থাকলো। কিন্তু আলী থেমে যাওয়ার পাত্র নন। মুহাম্মদের (দঃ) রক্ত তাঁর শিরা-উপশিরায়া। হজরত আলী মরণ-পণ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন।

চলবে-

